ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও ধাওয়াধাওয়ি হয়েছে। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, সংবাদ সম্মেলন করতে গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে যাওয়ার পথে প্রথমে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। এরপর সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্রদল লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিল বের করলে উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। এতে ছাত্রদলের নারী সদস্যসহ প্রায় ৮০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে সংগঠনটি।

বিজ্ঞাপন

ছাত্রলীগেরও বেশ কয়েকজন আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েলের এক বক্তব্যের পর গত রবিবার সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় ছাত্রদলের কয়েক কর্মীর ওপর ছাত্রলীগ হামলা করে। ওই ঘটনার প্রতিবাদ ও বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে ছাত্রদলের সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। এ লক্ষ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগ থেকে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে যাওয়ার পথে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে হামলা করে ছাত্রলীগ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা রড, হকিস্টিক ও দেশি অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। হামলায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহসভাপতি রাশেদ ইকবাল খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, ঢাবি কমিটির সদস্য মানসুরা আলমসহ কয়েকজন গুরুতর আহত হন।

এরপর সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ছাত্রদল। মিছিলে ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আকতার হোসেন ও সদস্যসচিব আমান উল্লাহ নেতৃত্ব দেন। মিছিলটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের সামনে পৌঁছালে হলের ভেতর ও আশপাশ থেকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। কিছুক্ষণ ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ির মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তন্বি মল্লিক লাঠিসোঁটার আঘাতে আহত হন। এ সময় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটেন। কয়েক মিনিট পর তাঁরা আবার একত্র হয়ে লাঠিসোঁটা হাতে সংগঠিত হয়ে ছাত্রলীগকে ধাওয়া দেন। এ সময় কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হন বলে জানা গেছে।

ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিনা উসকানিতে ছাত্রলীগ আমাদের মিছিলে হামলা চালিয়েছে। এতে আমাদের প্রায় অর্ধশত নেতাকর্মী আহত হন। ’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্রলীগ হামলা করেনি বরং দেশি অস্ত্র নিয়ে হামলা করেছে ছাত্রদল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ কে এম গোলাম রব্বানী বলেন, ক্যাম্পাসে বছরের পর বছর ধরে সহাবস্থান চলছে। ক্যাম্পাসে কী এমন হয়েছে, জঙ্গি মনোভাব নিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য লাঠিসোঁটা হাতে ক্যাম্পাসে ঢুকতে হবে? প্রক্টর বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বলা হয়েছে, কার কী রাজনৈতিক পরিচয়, সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে ভোরবেলা যারা সন্ত্রাস

সৃষ্টি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কী ঘটেছে, সে বিষয়ে প্রক্টরিয়াল টিমের কাছেও প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে?

হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছে ছাত্রদল। মুন্সীগঞ্জে মিছিলে পুলিশ লাঠিপেটা করলে তিনজন আহত হন।

শাহবাগ থানার ওসি মওদুদ আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গাড়ি ভাঙচুরসহ কয়েকটি অভিযোগে মামলা করছে। হামলার বিষয়ে ছাত্রদল কোনো অভিযোগ করেনি।

ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের এক পর্যায়ে তিনি হামলাকারীদের গ্রেপ্তার দাবি করেন। দুপুরে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল ও কাকরাইল ইসলাম ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নেতাকর্মীদের দেখতে যান তিনি।